



বেতন বৃদ্ধির দাবিতে  
কমবিরতির সিদ্ধান্ত  
সাফাইকর্মীদের



12000 কর্মীকে  
প্রশিক্ষণ দেবে  
কর্পোরেশন



ইডি নজরে  
মদন মিত্রের  
পরিবার



দুর্গাপুজোর  
সভাপতি  
হচ্ছেন না

প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব  
তিনি গ্রহণ করেননি



**সুপ্রভাত বাংলা:** দু'মাসের বেশি সময়। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সরকার চালাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। ঠিক এই পরিস্থিতিতে বিতর্কিত দাবি করলেন রাজ্যসভায় বিজেপি সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রাজি হননি। সোমবার অনন্ত মহারাজ কোচবিহারের মাথাভাঙায় এক সভায় অংশগ্রহণ করেন। সেই সভা থেকেই তিনি এই মন্তব্য করেছেন। যা নিয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিজেপির অন্তরে। তবে কোচবিহার জেলা বিজেপি এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে। তিনি বলেন, “ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি কোচবিহারে এসে বলেছিলেন, মহারাজ পশ্চিমবঙ্গ আপনি চালাবেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিনি।” এরপর তাঁর সংযোজন, “আজ যদি ওই কথা শুনতাম, তাহলে আমিই মুখ্যমন্ত্রী হতাম। ঠিক কী না!” উল্লেখ্য, পৃথক কোচবিহার রাজ্যের দাবিকে সামনে রেখে দীর্ঘদিন ধরে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক গোষ্ঠী লড়াই করে আসছে। এদেরই একটি গোষ্ঠীর মাথায় রয়েছেন নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ। উত্তরবঙ্গে তাঁর সংগঠনের দাপট আছে বলে মনে করে রাজনৈতিক মহলের একটা অংশ। বিগত দিনে একাধিক নির্বাচনে বিজেপিকে বাইরে থেকে সমর্থন করেছেন অনন্ত মহারাজ। ফলস্বরূপ অনন্ত মহারাজকেও রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে বিজেপি। কিন্তু সাংসদ হওয়ার পর থেকেই পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে বিজেপির সঙ্গে অনন্ত মহারাজের মতবিরোধ প্রকাশ্যে আসে। বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিকবার তোপ দাগেন অনন্ত মহারাজ। জোটের আগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বঙ্গ সন্মানও নেন। সেই পরিস্থিতিতে অনন্ত মহারাজার বিরুদ্ধে গোষ্ঠীর নেতা বংশীবদন বর্মনকে বিগত 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে কাছে টেনে নেয় বিজেপি। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোচবিহারে এলে সেই সভায় অনন্ত মহারাজ হাজির ছিলেন। সূত্রের খবর, কিন্তু বিজেপির হয়ে সেভাবে প্রচারে নামেনি অনন্ত গোষ্ঠী। ফলে বংশী ঘনিষ্ঠ একাধিক গ্রেটার নেতাকে বিজেপি টিকিট দেয়। একজন জয়ী হয়ে বিধায়কও হন। এসবের মধ্যেই সোমবার মাথাভাঙায় এই বিতর্কিত

শ্রাবনী মেলা থেকে  
তোপ শুভেন্দুর



**সুপ্রভাত বাংলা: লাবনী মান্না:** হাজার কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলার উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে, ভূগমূল সরকারকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, “উজ্জয়িনী, কাশী বিশ্বনাথ, অযোধ্যার রাম মন্দির যেমন সেজে উঠেছে, একইভাবে তারকেশ্বরও সেজে উঠবে। আগের সরকার ভোট ব্যঙ্কের রাজনীতিতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু আমরা তারকেশ্বর শ্রাবণী মেলাকে জাতীয় মেলা তথা ঐতিহ্যের মেলায় পরিণত করব।” মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চের ওঠার আগে ধর্ম সম্মেলনের মঞ্চ থেকে তারকেশ্বরের মোহন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার লুণ্ঠের অভিযোগ করেন এক সাধু। সেই মন্তব্যের পরই মোহন্ত মহারাজ নেমে যাচ্ছিলেন মঞ্চ থেকে। উপস্থিত সকলের বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে মঞ্চ থেকেই তিনি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে শান্ত করেন। শ্রাবণী মেলা উদ্বোধন করতে এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী থেকে জলপাইগুড়ির জলেশ্বর মন্দির, কোচবিহারের মদনমোহন, বীরভূমের তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির, কালীঘাট থেকে তারকেশ্বর সাকিট হবে।” মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও জানান, এই সাকিট তৈরি করতে দু'বছরের জন্য এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাঁর কথায়, “রাজ্যে এখন রাষ্ট্রবাদী ও দেশপ্রেমী সরকার। তারতবর্ষে আদি অনন্তকাল ধরে যে সংস্কৃতি চলছে তাকে সম্মান মর্যাদা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।”

তিনি আরও বলেন, “এখন জমিদার প্রথা উঠে গিয়েছে। গণতন্ত্র পালন করতে হবে। সেটা পালন করতে গেলে একটা চোখ বন্ধ রাখা উচিত না, দুটো চোখে খোলা রাখা উচিত।” পূন্যার্থীরা জল সংগ্রহ করে হেঁটে কখনও রাজ্য সড়ক কখনও জাতীয় সড়ক, রেলওয়ে ওভার ব্রিজ-সহ অত্যন্ত বিপদসংকুল পথ পেরিয়ে উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, আগের সরকার গোটা কতক সিভিক ভলেন্টারিকে দাঁড় করিয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে দায়িত্ব সারত। তিনি বলেন, “তারকেশ্বর ধামকে নিয়ে আমরা অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পাঁচ কিলোমিটার অন্তর সরকারি সেবা কেন্দ্র করা হয়েছে। সেখানে জল, ওয়ারএস থাকবে। যতটা পাশাপাশি, তারকেশ্বর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির দায়িত্ব অতিরিক্ত জেলাশাসককে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। তাঁর কথায়, “আগামিদিনে আমরা তারকেশ্বর ধামকে আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করব। শ্রাবণী মেলাকে জাতীয় মেলার রূপ দেওয়া হবে।” তিনি এও জানান, যেটুকু ফাঁক ফাঁকর রয়ে গিয়েছে তা আগামিদিনে সরকার পূরণ করে দেব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “খুব অল্প দিনের সরকার আমাদের। যদি আবহাওয়া ঠিক থাকে তাহলে উত্তরপ্রদেশ, উজ্জয়িনীর মতো তারকেশ্বরে যারা আসেন তাঁদের উপরও পুষ্প বৃষ্টি করা হবে। পরিবহণ দক্ষতর এটা করবে। যে গুরু দায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন আমি সেই দায়িত্ব পালন করব। এর অন্যথা হবে না।”

লোকসভায় আলাদা  
ঘর বরাদ্দের অনুরোধ



পরিচয়পত্র যাচাই করে  
তবেই রোগী পরিষেবা



**সুপ্রভাত বাংলা: শঙ্কর হালদার:** বোরটিক নি-সার্জারির সুবিধা মিলবে কল্যাণীর জেনারেল হাসপাতালে। বেসরকারি হাসপাতাল হলেও, রাজ্য সরকারের সহায়তায় এখানে প্রায় 60 শতাংশ কম খরচে হাটু প্রতিস্থাপন থেকে যে কোনওরকম অস্ত্রোপচার করানো যাবে। মঙ্গলবার এই পরিষেবার উদ্বোধনে গিয়ে ফের একবার অনুপ্রবেশ ইস্যু উঠে এল রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের কথায়। সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় রোগী পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সকলের পরিচয়পত্র বৈজ্ঞানিক

শমীক বোরটিক নি-সার্জারির উদ্বোধনে রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ছাড়াও রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান থেকে কোনওরকম রাজনৈতিক প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন শমীক। তবে, রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুপ্রবেশকারীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক করেন তিনি। শমীক বলেন, “আপনারা একটা ভালো কাজের সূচনা করছেন। এখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনেকেই আছেন। আমি রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে আপনারদের সতর্ক করতে চাই।

নদিয়া সীমান্তবর্তী জেলা। আপনারা যে রোগীর চিকিৎসাই করুন না-কেন, তাঁর পরিচয়পত্র যাচাই করে নেবেন। আর সেটাও সঠিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। বিশেষ করে আধার কার্ড। খুব সহজেই সেটা আসল না নকল জানা যাবে, যদি সঠিকভাবে যাচাই করেন।” এই কথা বলার নেপথ্য কারণও ব্যাখ্যা করেন শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, “এই জেলায় অনুপ্রবেশের একটা সমস্যা আছে। তাই যে কেউ বেআইনিভাবে এখানে এসে চিকিৎসা করিয়ে চলে যাবে, তা হতে পারে না। কেউ এসে চিকিৎসা করিয়ে চলে গেলেন। পরে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে বা অন্য কোনও কারণে ধরা পড়ল। তখন আপনারদের হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রশ্ন

উঠবে। সেটা এড়াতে আগে থেকে নথি যাচাই করে নেবেন।” রোবটিক নি-সার্জারির সূচনা নিয়ে হাসপাতালের অধিকর্তা শিলা সিং ঘোষ বলেন, “আজকে থেকে পরিষেবার সূচনা হল। মাননীয় সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এবং রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের মহারাজ এসেছিলেন। এমনিতে রোবটিক নি-সার্জারিতে প্রতি হাটুতে খরচ হয়। চার থেকে সাড়ে চার লক্ষ টাকা লাগে। কিন্তু, এখানে রাজ্য সরকারের সাহায্যে হাটু প্রতিস্থাপনের মতো অস্ত্রোপচার করতে পারবেন।” উল্লেখ্য, এ দিন রোবটিক নি-সার্জারির প্রথমদিনে রোগীদের হাটুর প্রতিস্থাপন বিনামূল্যে করাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের অধিকর্তা আরও জানান,

ইডির চার্জশিটে বিস্ফোরক দাবি

**সুপ্রভাত বাংলা:** শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে ঘিরে তদন্তে উঠে এল নতুন অভিযোগ। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র তরফে আদালতে জমা দেওয়া সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে, কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন পদে পোস্টিংয়ের ব্যাপারে প্রভাব খাটানেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা। তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, এএসআই থেকে শুরু করে এসআই,



এমনকী অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (এসি) পদমর্যাদার আধিকারিকদের পোস্টিংয়েও তাঁর ‘ভূমিকা’ ছিল। তদন্ত শুরু করে ইডির আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, কোনও পুলিশকর্তা যদি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ বা আস্থাভাজন হতেন, তবে গুরুত্বপূর্ণ থানা কিংবা তুলনামূলকভাবে ‘লাভজনক’ বলে বিবেচিত বিভাগে তাঁর পোস্টিং পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেত। অনেকে এভাবে লাভজনক পদে বহালও হয়েছেন বলে সন্দেহ ইডির। এই অভিযোগকে সামনে রেখেই তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হয়েছে। পোস্টিংকে কেন্দ্র করে কোনও আর্থিক লেনদেন, প্রভাব খাটানো বা ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, শুধু আর্থিক দূর্নীতির অভিযোগ নয়, প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের দিকটিও এখন তদন্তের কেন্দ্রে। ইতিমধ্যেই একাধিক নথি, ব্যাক লেনদেনের তথ্য, ডিজিটাল প্রমাণ এবং সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলি বিশ্লেষণ করে গোটা নেটওয়ার্কের কার্যপদ্ধতি বোঝার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, জমি দখল ও বিপুল আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। অভিযোগ, প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ সম্পত্তি সংগ্রহ এবং সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। সেই মামলার তদন্ত চলাকালীনই পোস্টিং সংক্রান্ত নতুন তথ্য সামনে আসে। তার ভিত্তিতেই সম্প্রতি কলকাতার বিশেষ ইডি আদালতে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। চার্জশিটে উল্লিখিত অভিযোগ সামনে আসতেই কলকাতা পুলিশের অন্তরে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। তদন্তকারীদের মতে, এই মামলার আরও কিছু ব্যক্তি বা প্রভাবশালী যোগসূত্রের নাম সামনে আসতে পারে। যদিও ইডির সমস্ত দাবি এখনও তদন্তাধীন এবং আদালতে বিচারাধীন। অন্যদিকে, আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, চার্জশিটে উত্থাপিত অভিযোগগুলি তদন্তকারী সংস্থার দাবি মাত্র। আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই সেই অভিযোগের সত্যতা নির্ধারিত হবে।

বৃষ্টির দাপট  
কমবে দক্ষিণে



**সুপ্রভাত বাংলা:** তৎপার্ববর্তী জেলাগুলিতে বর্ষাঝড়ের বৃষ্টি হয়নি। তবে সারাদিন আকাশের মুখ ছিল মেঘে ঢাকা। এই কারণে কিছু সময় আর্দ্রভাজনিত অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আকাশে মেঘ থাকায় মাটি থেকে উদ্ভূত তাপ ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। ফলে গরম অনুভূত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি আজ অর্থাৎ সোমবারও চলবে। আলিপুর জানিয়েছে, অসমে জোড়া ঘূর্ণবর্ত, আর বাংলাদেশেও ঘূর্ণবর্ত। মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর। রাজস্থান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। পাশাপাশি, প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প গ্রব্ণেণ করাষ্ট বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নিম্নচাপ অক্ষরেখার অবস্থান একই জায়গায় রয়েছে। ফলে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বেশি হবে। দক্ষিণবঙ্গে গত কয়েকদিন ধরেই মূলত মেঘলা আকাশ। মঙ্গলবার পর্যন্ত কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। পশ্চিমের জেলা এবং উপকূলবর্তী দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সব জেলাতেই আজ থেকে আগামী পাঁচ দিন দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। তবে দাপট কমবে, পরন্তু বুধবার থেকে। সোদীন ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কমতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ফের ঝড়বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও তখন থাকবে।



## সম্পাদকীয়

ছুঁয়ে দিলেই ২,৫০০  
টাকা জরিমানা

শ্রাবন কুমার বিশ্বকর্মা

ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছবির মত সুন্দর একাধিক জায়গা। যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিমেষে টেক্সা দিতে পারে দেশ বিদেশের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র গুলিকেও। ভারতবর্ষে রয়েছে এমনই এক রহস্যময় গ্রাম (Mysterious Indian Village)। যেখানকার মানুষ শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব ভাষাতেই কথা বলেন না, মেনে চলেন তাদের নিজস্ব নিয়ম। তাই ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় প্রচলিত আইন সেখানে লাঘু হয়নি আজও। শুধু তাই নয়, এখানে প্রচলিত আছে এক অভূত নিয়ম। সেই নিয়ম অনুযায়ী এই গ্রামের কোনো জিনিস ছুঁলেই দিতে হয় মোটা টাকা জরিমানা। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে, বহিরাগতরা এখানকার কোনো জিনিস স্পর্শ করলে ১,০০০ টাকা থেকে ২,৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে। এমনকী গ্রামের কোনো দোকান থেকে জিনিস কেনার সময় দোকানদার সরাসরি পর্যটকদের হাতে জিনিস দেন না। ছোঁয়া এড়াতে ক্রেতা দোকানের বাইরে টাকা রেখে দেন বদলে দোকানদার মাটিতে জিনিস রেখে দেন। তাই হিমাচলপ্রদেশের কুল্লু জেলায় অবস্থিত এই গ্রামে প্রথমবার ঘুরতে গিয়ে, এখানকার নিতানতুন নিয়ম কানুন দেখে হতবাক হয়ে যান পর্যটকরাও। ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত হলেও মালানা গ্রামের মানুষজন চলেন নিজেদের স্বতন্ত্র রীতিতে। এই গ্রামের রয়েছে নিজস্ব সংবিধান। বহুদিনের পুরনো ঐতিহ্য মেনে গ্রামবাসীরা গ্রাম পরিচালনা করে আসছেন আজও। মালানা গ্রামে নিজস্ব সংসদ রয়েছে যা ছোট এবং বড় দু'দুটি কক্ষ নিয়ে তৈরী। বড় কক্ষে

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরে ফেরার  
পথে ট্রলারডুবি, অশ্লের জন্য  
বাঁচলেন ১৩ মৎস্যজীবী

**মুণ্ডভাত বাংলা:** শুভজিৎ শাসমল, কাকবীপ:  
বসোপসাগরে মাছ ধরে ফেরার পথে আবারও একটি  
ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটল। সোমবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার  
বকখালি থেকে প্রায় ৩০ থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে  
মাঝসমুদ্রে 'এফবি সিদ্ধি বিনায়ক' নামের একটি ট্রলার  
দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। তবে আশপাশের অন্যান্য ট্রলারের  
তৎপরতায় ট্রলারে থাকা ১৩ জন মৎস্যজীবীকেই অক্ষত  
অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় ও মৎস্যজীবী সমিতি  
সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ জুলাই কাকবীপের 'এফবি সিদ্ধি  
বিনায়ক' ট্রলারটি ১৩ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে নামখানার ঘাট  
থেকে রওনা দিয়েছিল। ট্রলারের মাঝি ও কর্মীদের বাড়ি  
সাগরের বেনুবনে হওয়ায় তারা ১০ জুলাই বেনুবন থেকে  
গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সোমবার রাতে  
মাছ ধরে উপকূলে ফিরে আসার সময় বকখালি থেকে দূরে  
সমুদ্রে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ধাক্কায় ট্রলারটির নিচের তলা  
ফেটে যায়। ট্রলারে দ্রুত জল ঢুকতে শুরু করলে মৎস্যজীবীরা  
আতঙ্কিত হয়ে চিংকার করতে থাকেন। সেই সময় আশপাশে  
যাকা অন্যান্য ট্রলারের মৎস্যজীবীরা চিংকার শুনতে পেয়ে  
দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং ডুবন্ত ট্রলার থেকে ১৩ জন  
মৎস্যজীবীকেই নিরাপদে উদ্ধার করেন। মৎস্যজীবী  
ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতি  
জানিয়েছেন, সমুদ্রে আবহাওয়া খারাপ হওয়ার কোনো পূর্ব  
সতর্কবার্তা বা 'ওয়েদার ওয়ার্নিং' ছিল না। তাসত্ত্বেও হঠাৎ  
করেই সোমবার বিকেল থেকে সমুদ্র অত্যন্ত উত্তাল হয়ে ওঠে  
এবং প্রবল ঢেউয়ের কারণে ট্রলারগুলোর পক্ষে সমুদ্রে টিকে  
থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রায়  
সব ট্রলারই তড়িঘড়ি করে উপকূলে ফিরতে শুরু করে। ট্রলার  
উদ্ধারে জটিলতামৎস্যজীবীদের সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার  
করা গেলেও, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রলারটিকে এখনও উদ্ধার করা  
সম্ভব হয়নি। সমুদ্রের গভীরতা বেশি হওয়ায় ট্রলারটি সম্পূর্ণ  
নিমজ্জিত রয়েছে। উদ্ধারকারীদের মতে, জলের নিচে গিয়ে  
ট্রলারটিতে দড়ি বাঁধার জন্য অভিজ্ঞ ডুবুরির প্রয়োজন, যা ছাড়া  
ট্রলারটিকে টেনে তোলা সম্ভব নয়। অন্যান্য ট্রলারের মাধ্যমে  
সেটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।



একুশে জুলাইয়ে মমতাকে  
স্বাগত কংগ্রেসের

**মুপ্তভাত বাংলা:** নিজের 'ভুল স্বীকার' করে আসতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যাকে। তাহলে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানো হবে বলে জানানেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। কলকাতার শহিদ মিনারে প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালন করা হবে। তারই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার শহিদ মিনারে যান প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। সেখানে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছে, এ বছরও তারা শহিদ মিনারের পাদদেশে শহিদদের স্মৃতিতর্পণ করবে। কর্মসূচিতে থাকবে শ্রদ্ধার্থী নিবেদন, রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির এবং অন্য সামাজিক উদ্যোগ। শুভঙ্কর জানান, এই অনুষ্ঠান রাজনৈতিক উৎসব নয়, বরং শহিদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করার একটি মর্যাদাপূর্ণ উদ্যোগ। কিন্তু, এতদিন নাচ-গানের আয়োজনেই যাদের নেতৃত্বে খান হয়েছে দেশোৎসব, মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ বানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে আমন্ত্রণের প্রসঙ্গে শুভঙ্কর সরকার বলেন, "আলাদা করে আমন্ত্রণের কোনও ব্যাপার নেই। তিনি এলে অবশ্যই স্বাগত জানানো হবে শহিদ সভায়। তবে, তাঁকে ভুল স্বীকার করতে হবে।" শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্য, "১৯৭৩ সালের ২১ জুলাই যাঁরা প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাঁরা কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের পতাকা হাতে আন্দোলনে নেমেছিলেন। তাই তাঁদের স্মৃতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে কংগ্রেসের পতাকার নীচেই শহিদদের স্মরণ করা উচিত। কিন্তু, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে শহিদ দিবস পালন করলেও সেই ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে এবং শহিদদের রাজনৈতিক পরিচয় আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "৩৩ বছর আগে ছাত্রনেতা হিসেবে আমি নিজের চোখে দেখেছি কীভাবে গুলিতে কাঁবার হয়ে একের পর এক দেহ পড়ে যাচ্ছিল, আর রক্তে ভিজে যাচ্ছিল কংগ্রেসের পতাকা। সেই স্মৃতি আজও আমাদের আন্দোলনের প্রেরণা। শহিদদের প্রকৃত সম্মান জানাতেই আমরা তাঁদের আত্মত্যাগের ইতিহাস মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমাদের পরিবারের সদস্যদের শহিদ হয়েছে। তাঁদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল কংগ্রেসের পতাকা। সেই পতাকাকেই সম্মান জানিয়ে আমরা প্রতি বছর শ্রদ্ধার সঙ্গে শহীদ স্মরণ করি।" অন্যদিকে, শহিদ দিবস পালন ঘিরে বিজেপি-তৃণমূলের আঁতড়তেরও অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। প্রদেশ সভাপতির অভিযোগ, "বিজেপি তৃণমূলের থেকে অস্ত্রিভেদন পায়, আবার তৃণমূলও বিজেপির থেকেই রাজনৈতিক সুবিধা পায়।"



প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত  
করবে বিচারবিভাগীয় কমিশন



**মুপ্তভাত বাংলা: শঙ্কর হালদার:** রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে স্বাধীন বিচারবিভাগীয় কমিশন গঠন করল রাজ্য সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে এই বিশেষ কমিশন কাজ করবে। রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের তরফ থেকে এই সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ২০১১ সাল থেকে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত রাজ্যের একাধিক দফতরে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের সার্বিক তদন্ত করবে এই নতুন কমিশন। সরকারের প্রকাশিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে দুর্নীতির ক্ষেত্রগুলি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। গত পনেরো বছরে শিক্ষা, খাদ্য ও সরবরাহ, পুরসভা ও পঞ্চায়েত, আবাসন, মৎস্য, শিল্প, পূর্ত এবং ভূমি দফতরে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। জিটিএ এলাকাতোও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। আফান ঘূর্ণিঝড়ের মতো বিপর্যয় মোকাবিলাতোও দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি উঠেছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজ এবং মিড-ডে মিলের মতো সামাজিক প্রকল্পগুলিতেও বিপুল আর্থিক অনিয়ম, ঘুষ ও তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। এই যাবতীয় বিষয় বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়মের মতো ঘটনাগুলি খতিয়ে দেখতে একটি স্বাধীন বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা প্রয়োজন বলে রাজ্যপাল মনে করছেন। এই কমিশনের গঠনতন্ত্র অভ্যন্তরীণ সুনির্দিষ্ট। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাবেন। কমিশনে থাকবেন একজন প্রবীণ আইপিএস আধিকারিক। তিনি মূলত কমিশনের তদন্তকারী শাখার প্রধান হিসেবে কাজ করবেন। প্রশাসনিক দিকটি সামলাবেন একজন আইএএস অথবা ডিরেক্টর/সিএস পদমর্যাদার আধিকারিক। তিনি পদাধিকারবলে কমিশনের সদস্য-সচিব হবেন।

কারিগরি বিশেষজ্ঞ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সেবার (ডিরেক্টরিআরএস) একজন আধিকারিক কমিশনে থাকবেন। তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন হলে রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে আরও বিশেষজ্ঞকে কমিশনে যুক্ত করা যাবে। কমিশনের ক্ষমতা এবং কাজের পরিধি নিয়ে বিস্তারিত আইনি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। ১৯৫২ সালের কমিশন অফ এনকোয়ারি অ্যান্ড অনুযায়ী এই কমিশন একটি দেওয়ানি আদালতের

মানম ক্ষমতা পাবে। তদন্তের প্রয়োজনে তারা যে কোনও ব্যক্তিকে তলব করতে পারবেন। শপথবাক্য পাঠ করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে।

হলফনামা গ্রহণ করা হবে। যে কোনও সরকারি দফতর বা আদালত থেকে প্রয়োজনীয় নথি তলব করার পূর্ণ ক্ষমতা কমিশনের থাকবে।

কমিশন তার নিজের কাজের পদ্ধতি এবং শুনানির স্থান নিজেই নির্ধারণ করবে। সাধারণ মানুষও সরাসরি এই কমিশনের কাছে দুর্নীতির অভিযোগ জানাতে পারবেন। কমিশন সেই অভিযোগগুলি গ্রহণ করে স্ক্রুটিনি করবে। তদন্তের স্বার্থে নাগরিকদের সাক্ষ্যপ্রমাণও গ্রহণ করা হবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্যের মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়োগ ও প্রশাসনে ওঠা দুর্নীতির তদন্ত করবে কমিশন। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে কোনও অনিয়ম হয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হবে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ নির্মাণে মদত দেওয়া, আইনের শাসন লঙ্ঘন করা, মিথ্যা মামলা দায়ের বা অন্যায়্য গ্রেপ্তারের মতো গুরুতর অভিযোগগুলিও তদন্তের আওতায় থাকছে। সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি এই দুর্নীতিতে মদতদাতা অন্য ব্যক্তিদের ভূমিকাও তদন্ত করে দেখা হবে। আর্থিক অনিয়মের ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপের সুপারিশ করতে পারবে কমিশন। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের প্রকল্পে অর্থের অপব্যবহার প্রমাণিত হলে, সেই অর্থ উদ্ধারের প্রস্তাব দেওয়া যাবে। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ করার ক্ষমতাও তাঁদের থাকছে। সরকারি আধিকারিক বা অন্য কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট প্রমাণ মিললে, পুলিশকে দ্রুত এফআইআর দায়ের করার সুপারিশ করতে পারবে কমিশন। তদন্ত সৃষ্টভাবে পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় কর্মী এবং পরিকাঠামো দিয়ে সাহায্য করবে।

বিজ্ঞপ্তিতে একটি বিষয়ে স্পষ্ট সীমারেখা টানা হয়েছে। যে সমস্ত অভিযোগ বা মামলার তদন্ত ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি করছে, সেগুলি এই কমিশনের আওতাভুক্ত হবে না। এই কমিশন কোনওভাবেই বিধিবদ্ধ তদন্তকারী সংস্থার বিকল্প হিসেবে কাজ করবে না। তদন্তের অগ্রগতি ও সুপারিশ নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে নির্দিষ্ট সময় অন্তর রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

বিঘার পর বিঘা ধানখেত জলের  
তলায়, চরম দুশ্চিন্তায় কৃষকরা



**সুপ্রভাত বাংলা:** উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের বাজারগাঁও ১ ও ২ নম্বর অঞ্চলের আন্ধারিয়া, বাজিতপুর ও দীঘলগাঁও এলাকার বিস্তীর্ণ ধানখেত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। জলনিকাশির ব্যবস্থা না থাকায় সদ্য রোপণ করা ধানের চারা ডুবে রয়েছে, ফলে ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় চরম উদ্বেগে হাজারো কৃষক। চাষিদের

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জল বের  
হওয়ার কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকায়  
প্রতি বর্ষাতেই একই সমস্যার মুখে  
পড়তে হচ্ছে। দ্রুত জলনিকাশির  
ব্যবস্থা না হলে বড়সড় ক্ষতির মুখে  
পড়বেন কৃষকরা। সমস্যার দ্রুত  
সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের  
হুঁসিয়ারিও দিয়েছেন ক্ষুদ্র কৃষকরা।

# সাগর ব্লকে পালিত অরণ্য

# সপ্তাহ: বৃক্ষরোপণ ও ট্যাবলোর মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা



**সুপ্রভাত বাংলা সৌরভ নস্কর**  
গঙ্গাসাগর সাগর ব্লকে পালিত অরণ্য  
সংস্থা: বৃক্ষরোপণ ও ট্যাবলোর মাধ্যমে  
সচেতনতার বার্তারাজ্যজুড়ে পালিত  
হচ্ছে অরণ্য সংস্থা ২০২৬। এই  
কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ সাগর  
ব্লকেও মহাসমারোহে অরণ্য সংস্থা  
পালন করা হলো। পরিবেশ রক্ষা এবং  
সবুজায়নের বার্তাকে সাধারণ মানুষের  
মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ব্লক প্রশাসনের  
সাগর পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে  
বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিন  
সাগর ব্লক কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত  
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাগর  
ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক  
(বিডিও) কানাইয়া কুমার রাও,  
পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা  
বিবি ও মহারাজ সহ ব্লকের বিশিষ্ট

নেতৃত্ববন্দ। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে  
এদিন স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক-  
শিক্ষিকাদের হাতে চারাগাছ তুলে  
দেওয়া হয়। পাশাপাশি, ব্লক অফিসের  
চত্বরে আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধির  
নিজেরা গাছ লাগিয়ে অরণ্য সপ্তাহের  
সূচনা করেন। গাছ লাগানোর  
পাশাপাশি, পরিবেশ রক্ষায় সচেতনত  
বৃদ্ধির লক্ষ্যে এদিন ব্লক চত্বর থেকে  
একটি ট্যাবলোর সূচনা করা হয়  
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে  
এই ট্যাবলোটি সাগর ব্লকের বিভিন্ন  
এলাকায় ঘুরে ঘুরে গাছ লাগানোর  
প্রয়োজনীয়তা ও পরিবেশ রক্ষার বার্তা  
সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে  
দেবে। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে  
সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়  
পরিবেশপ্রেমীরা।

## ১০৬ বছরে পদার্পণ বামনখালির ঐতিহ্যবাহী

রথযাত্রার: নতুন সাজে সেজে উঠছে রথ

**সুপ্রভাত বাংলা সৌরভ নস্কর**  
দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ত্তকের  
বামনখালিতে শুরু হয়েছে রথযাত্রার সাহ  
সাজ রব। ১৯২০ সালে যে রথযাত্রার সূচনা  
হয়েছিল, এবার তা ১০৬ বছরে পা দিল।  
শতাব্দী প্রাচীন এই উৎসব আজও এলাকার  
মানুষের ভক্তি, বিশ্বাস এবং ঐক্যের প্রতীক  
হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমানে রথের সংস্কার  
ও রঙের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। নতুন  
রূপে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই  
রথটিকে। কার্ঠের খুঁটিনাটি মেরামতির  
পাশাপাশি চলছে শেষ মুহূর্তের ঘষামাজা।  
স্থানীয়দের কথায়, সময়ের সঙ্গে রথের  
সাজসজ্জা বদলালেও এর মাহাত্ম্য বিন্দুমাত্র  
কমেনি। বামনখালির রথযাত্রাকে ঘিরে

রয়েছে এক অলৌকিক জনশ্রুতি  
প্রবীণদের দাবি, একবার রথ চলতে চলতে  
হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাজার চেষ্টা  
করেও রথ সরানো যায়নি। পরে পুরোহিত  
স্বপ্নাদেশ পেয়ে জানতে পারেন অঘটনের  
কথা। এরপর পুরোহিত সেই ভুল সংশোধন  
করতেই অলৌকিকভাবে রথ সচল  
হয়—এই ঘটনা আজও স্থানীয়দের মনে  
গভীর ভক্তি জাগিয়ে তোলে। উৎসবকে  
কেন্দ্র করে এলাকায় এখন ব্যাপক উৎসাহ  
নতুন সাজে সজ্জিত রথ দেখার জন্য মুখিয়ে  
আছেন আপামর বাঙালি। রথের দিন হাজার  
হাজার ভক্তের সমাগমে বামনখালি আবরণ  
উৎসবের রঙে মেতে উঠবে বলে আশা করা  
হচ্ছে।



# রেশন কারচুপি: খাদ্যমন্ত্রীর হানায় পর্দাফাঁস, গুমায় গ্রেফতার ডিলার শ্যামল সাহা

**সুপ্রভাত বাংলা: আবুল কাযুম গাজী , উত্তর ২৪ পরগনা:** উত্তর ২৪ পরগনার গুমায় রেশন বন্টনে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে তোলপাড়।

অভিযোগের ভিত্তিতে আজ আচমকা অভিযুক্ত রেশন ডিলার শ্যামল সাহার গোড়াউনে হানা দিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। মন্ত্রী নিজেই খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে অভিযানে নামেন। এই ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত ডিলারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, গুমার রেশন ডিলার শ্যামল সাহার কাছে রেশনের সামগ্রী নিয়মিত এলেও তা সাধারণ উপভোক্তাদের মধ্যে সঠিক পরিমাণে বিতরণ করা হচ্ছিল না। উপভোক্তাদের আর অভিযোগ গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বায়োমেট্রিক বা হাতের ছাপ নেওয়া হলেও পরে জানানো হতো রেশনের মাল এখনও আসেনি। ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও বহু মানুষ শেষ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরতে বাধ্য হতেন। মন্ত্রীর সামনে স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন, অনেকের চোখেই দেখা যায় জল। এই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে মন্ত্রী যখন ডিলারের গোড়াউনে পৌঁছান, তখন



সেখানে বিপুল পরিমাণ রেশনের বস্তা মজুত থাকতে দেখা যায়। এত বিপুল পরিমাণ মাল মজুত থাকা সত্ত্বেও তা গরিব মানুষের মধ্যে কেন বিতরণ করা হয়নি, তা নিয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করেন খাদ্যমন্ত্রী। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে অভিযুক্ত ডিলার শ্যামল সাহা মন্ত্রীর সামনে কান ধরে ক্ষমা চান এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ আর করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তবে মন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, “আগে অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করতে হবে, তারপর অন্য কথা।” ঘটনাস্থল থেকে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, অতীতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এই ধরনের দুর্নীতি চললেও বর্তমান সরকার তা কোনোভাবেই বরদাস্ত করবে না। তিনি বলেন, “অভিযোগের ভিত্তিতে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে ডিলারের লাইসেন্সও বাতিল করা হবে।” মন্ত্রীর নির্দেশের পরই পুলিশ অভিযুক্ত ডিলার শ্যামল সাহাকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরলেও, ডিলারের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

## স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে রূপনারায়ণপুর বিদ্যুৎ দপ্তরে সিপিআইএমের স্মারকলিপি



**সুপ্রভাত বাংলা:** রাজ্য জুড়ে স্মার্ট মিটার বসানোর সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এবার জোরালো আন্দোলনে নামল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)। সোমবার, ১৩ই জুলাই, সিপিআইএম সালানপুর এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে রূপনারায়ণপুর বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তরে (WBSEDCL CCC) একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। দলীয় নেতৃত্বের অভিযোগ, ২০০৩ সালের বিদ্যুৎ আইনকে উপেক্ষা করে রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষের ওপর জোরপূর্বক এই ‘জনবিরোধী’ স্মার্ট মিটার চাপিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এর ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও খেটে খাওয়া মানুষ চরম সমস্যার সম্মুখীন হবেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্টের (SS) কাছে জমা দেওয়া এই স্মারকলিপিতে মূলত ৯ দফা দাবি জানানো হয়েছে। দাবি গুলির মধ্যে প্রধান হলো ২০০৩ সালের বিদ্যুৎ আইনের ৪৭(২) ধারা অনুযায়ী প্রিগ্রেইড স্মার্ট মিটার বসানো সম্পূর্ণ গ্রাহকের ইচ্ছাধীন করতে হবে। গ্রাহকের অনুমতি ছাড়া জোর করে মিটার বসানো চলবে না। পোস্ট-পেইড মোডেও স্মার্ট মিটার বসানো যাবে না। পাশাপাশি, শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমেইলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পাঠানোর প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। স্মার্ট মিটার বসানোর জন্য কোনো অতিরিক্ত মিটার রেন্ট বা সার্ভিস চার্জ নেওয়া চলবে না। গ্রাহক চাইলে বর্তমান সচল মিটারটিই বহাল রাখতে দিতে হবে। বিদ্যুৎ পরিষেবা কোনো বাণিজ্যিক পণ্য নয়, এটি একটি জরুরি জনপরিষেবা। তাই উৎপাদন, সঞ্চালন ও বন্টনে কোনো বেসরকারি বা প্রাধ্যক্ষাইজ ব্যবস্থা আনা চলতে হবে। বিদ্যুতের দাম কমাতে হবে এবং প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দিতে হবে। একই সঙ্গে, সালানপুর ব্লক বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে দ্রুত নৈশকালীন পরিষেবা (Night Service) চালু করতে হবে। এদিন সিপিআইএমের পক্ষ থেকে দেবাশিস দে, মনোজ দত্ত, প্রদীপ দত্ত, সুব্রত চ্যাটার্জী ও তপসী চৌধুরীর যৌথ স্বাক্ষরিত এই স্মারকলিপিটি রূপনারায়ণপুর সিপিসির আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের ইঁশিয়ারি দিয়েছে নেতৃত্ব।

## রূপনারায়ণপুর শ্রমিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো। 'সৃজন দ্য স্পার্ক' কর্তৃক আয়োজিত 'ট্যালেন্ট হান্ট ২০২৬'।

**সুপ্রভাত বাংলা:** এলাকার তরুণ ও লুকিয়ে থেকে প্রতিভাদের খুঁজে বের করে এবং জাতীয় স্বীকৃতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সালানপুর ব্লকের রূপনারায়ণপুর শ্রমিক মঞ্চে একটি বড় সাংস্কৃতিক উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। ‘স্বনামধন্য সংস্থা ‘সৃজন - দ্য স্পার্ক’-এর আসানসোল শাখা এবং ডিএভি-র অধ্যক্ষ পুনম দেবীর সহযোগিতায় এই জমকালো ‘ট্যালেন্ট হান্ট ২০২৬’ আয়োজন করা হয় রূপনারায়ণপুর শ্রমিক মঞ্চে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী তথা বিজেপির যুব নেতা অভিজিৎ রায়। তিনি ও উপস্থিত সকল অতিথিরা প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এদিন এই মঞ্চে প্রধান অতিথি অভিজিৎ রায় তাঁর সঙ্গীতের জাদুও প্রদর্শন করেন। সমাজকর্মী অভিজিৎ রায় জানান যে এই অঞ্চলটি মূলত একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিন্দু কিন্তু এই এলাকায় বহু গ্রাম রয়েছে যেখান থেকে সঙ্গীত এর রত্নগুলোকেও আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। তার জনোই এই অনুষ্ঠান। এই ধরনের অনুষ্ঠান হওয়া উচিত। ‘সৃজন - দ্য স্পার্ক’-এর সচিব এবং রূপনারায়ণপুর ডিএভি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পুনম সিং বলেন যে এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অপেশাদার এবং উদীয়মান প্রতিভাদের উৎসাহিত করা। তাই, আয়োজকরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে পেশাদার শিল্পী এবং সঙ্গীত/নৃত্যের শিক্ষকরা অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন না।

## ন্যায় মজুরি ও ঠিকাদার রাজ অবসানের দাবি, সালানপুর বিডিও অফিসের সামনে সাফাই কর্মীদের বিক্ষোভ

**সুপ্রভাত বাংলা:** ন্যায় মজুরি, কর্মসুরক্ষা এবং ঠিকাদারি প্রথার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সালানপুর বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভে शामिल হলেন রূপনারায়ণপুর অঞ্চলের সাফাই কর্মীরা। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে এলাকার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া এই কর্মীদের অভিযোগ, বর্তমান ব্যবস্থায় চরম শোষণের শিকার হতে হচ্ছে তাদের। অবিলম্বে দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের ইঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। বিক্ষোভকারী সাফাই কর্মীদের বক্তব্য গত ২৫ বছর ধরে তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার কাজ করে আসছেন। আগে এলাকার বাড়ির মালিকেরা সরাসরি তাদের পারিশ্রমিক দিতেন, যা দিয়ে সংসার মোটামুটি চলে যেত। কিন্তু অভিযোগ, প্রায় দু’বছর আগে রাজনৈতিক মদতে এই ব্যবস্থাকে ‘ঠিকা সিস্টেমে’ রূপান্তর করা হয়। ঠিকাদারের অধীনে কাজ করতে রাজি হলেও, তারপর থেকেই শুরু হয় চরম আর্থিক শোষণ। কর্মীদের অভিযোগ একই কাজ করলেও কেউ পাচ্ছেন ৯ হাজার, কেউ ৭ হাজার, আবার কাউকে মাত্র ৩ হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই নামমাত্র পারিশ্রমিকও মাসের শেষে সময়মতো মিলছে না। প্রতি মাসে ঠিকাদার বদলে যাচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী ঠিকাদার বদলালে বেতন বাড়ার কথা থাকলেও, বাস্তবে দিন দিন তাদের আয় কমছে। আবর্জনা ফেলার গাড়িগুলোর অবস্থা শোচনীয়। এই সামান্য টাকা দিয়ে পরিবার চালাবেন নাকি গাড়ির মেরামত করবেন, তা নিয়ে দিশেহারা কর্মীরা। তবে এক সাফাই কর্মীর বক্তব্য বর্তমান সরকারের আমলে গরিব অসহায় মানুষের শোষণ মেনে নেওয়া হবে না। আমাদের দাবি না মানলে আমরা কাজ বন্ধ করে আরও বড় আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব। “সাফাই কর্মীদের মূল দাবিদাওয়া সমূহ হলো মথা থেকে বৈষম্যমূলক ‘ঠিকা প্রথা’ সম্পূর্ণ দূর করতে হবে। ঠিকাদারের অধীনেই যদি কাজ করতে হয়, তবে সরকারি নিয়ম মেনে পিএফ এবং ইএসআই এর সুবিধা দিতে হবে। কাজের জন্য নির্দিষ্ট ড্রেস কোড বা পোশাক দিতে হবে। ন্যায় ও সম-মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। আবর্জনা সংগ্রহের গাড়িগুলি অবিলম্বে সরকারি খরচে মেরামত করে দিতে হবে। সাফাই কর্মীরা আজ তাদের এই সমস্ত দাবিদাওয়া নিয়ে সালানপুরের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (BDO) দ্বারস্থ হন। প্রশাসন এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেটাই দেখার। তবে দাবি পূরণ না হলে রূপনারায়নপুর অঞ্চলে সাফাই পরিষেবা সম্পূর্ণ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।



## সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে সালানপুর ব্লকের রূপনারায়নপুরে উদ্বোধন করা হলো বিধায়ক সেবা কেন্দ্রের

**সুপ্রভাত বাংলা:** কাজল মিত্র বারাবনি বিধানসভার অন্তর্গত সালানপুর ব্লকের রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির ঠিক পাশেই ডিএভি স্কুলের নিকট ভাগ ঢোল বাজিয়ে ধুমধাম করে উদ্বোধন হয়ে গেল নতুন ‘বিধায়ক সেবা কেন্দ্র’। এদিন এই সেবা কেন্দ্রটির নারকেল ফাটিয়ে এবং ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায়। এলাকার মানুষের সমস্যার সমাধান দূর করতে এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগের সরাসরি সমাধান করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। বিধায়ক অরিজিৎ রায় বলেন এলাকার মানুষ তাঁদের যেকোনো সমস্যার কথা এখন থেকে সরাসরি এখানে এসে জানাতে পারবেন। আমি খুব শীঘ্রই নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানিয়ে দেব, কবে কবে আমি নিজে এখানে সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হব। তবে আমি না থাকলেও আমাদের দলের নেতৃত্ব প্রতিদিন এখানে উপস্থিত থাকবেন। “তিনি আরও জানান, আগামী দিনে এলাকার সমস্ত ‘জনতার দরবার’ এই কার্যালয় থেকেই পরিচালিত হবে। এলাকার সার্বিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিধায়ক আগের সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি দাবি করেন, এখানে প্রচুর উন্নয়ন করার কাজ বাকি আছে। কারণ আগের সরকার কোনো উন্নয়নই করেনি, শুধুমাত্র মানুষকে বোকা বানিয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি যোগ করেন, বর্তমানে রাজ্যে ও কেন্দ্রে ‘ডবল ইঞ্জিন সরকার’ থাকার কারণে তাঁরা মানুষের কাছে দেওয়া উন্নয়নের সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ও দায়বদ্ধ। এলাকার দীর্ঘদিনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো নিয়েও এদিন কথা বলেন বিধায়ক। তিনি জানান রূপনারায়ণপুর এলাকার অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো একটি দমকল কেন্দ্রের অভাব। এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে উচ্চপর্যায়ে আলোচনা হয়েছে এবং যত দ্রুত সম্ভব এর সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই বেশ কয়েকজন স্থানীয় মহিলা বিধায়কের কাছে এসে তাঁদের এলাকার বেহাল রাস্তার অভিযোগ জানান। বিধায়ক অরিজিৎ রায় মন দিয়ে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন এবং দ্রুত রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দেন। এদিনের এই জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা, শুভাশিস ভট্টাচার্য, চিন্ময় তেওয়ারী, বাবন মণ্ডল, গোপাল রায় অভিষেক সিং, মণীশ ঝা , সহ এলাকার অন্যান্য দলীয় কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

## কয়লা ও বালিবাহী গাড়ি আটকে বিক্ষোভ, বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সরব এলাকাবাসী

**সুপ্রভাত বাংলা:** আসানসোল দক্ষিণের রানীগঞ্জের নিমচা-কারনালী রাস্তার বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে কয়লা ও বালিবাহী গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কোম্পানির কয়লা ও বালিবাহী ভারী যানবাহন চলাচলের ফলে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে। বড় বড় গর্তের কারণে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই একাধিক দুর্ঘটনাও ঘটেছে বলে দাবি এলাকাবাসীর। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার ধারে একটি শিশুদের স্কুল রয়েছে। ভারী যানবাহনের অব্যাহত চলাচলের কারণে স্কুলপড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। তাই দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কয়লা ও বালিবাহী গাড়ি আটকে বিক্ষোভে সামিল হন তারা। বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট দাবি, প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দিষ্ট আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। স্থানীয় বিজেপি নেতা সঞ্জীব গোপ বলেন, স্থানীয়দের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায্য। তাঁর অভিযোগ, বিভিন্ন কোম্পানির ভারী কয়লা ও বালিবাহী গাড়ি চলাচলের ফলেই রাস্তার এই বেহাল অবস্থা হয়েছে। তিনি জানান, বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোকে নিজেদের উদ্যোগে সাময়িকভাবে রাস্তা সংস্কারের ব্যবস্থা করার আবেদন জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, বিষয়টি স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারকে জানানো হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্ষা শেষ হওয়ার পর নিমচা-কারনালী রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে।





# জলাভূমি বাঁচাতে 'জিরো টলারেঞ্জ' নীতি পুরনিগম

সুপ্রভাত বাংলাঃ পুর কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে । এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল এদিন । কলকাতা হাইকোর্টে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকার, পুরনিগম এবং কেন্দ্রের নগর উন্নয়ন দফতরও কলকাতার এই গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি বাঁচাতে বদ্ধপরিকর । তবে তার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন । যদিও বিচারপতি অমৃতা সিনহার বক্তব্য, "গত তিন বছর ধরে এই মামলায় আমার বেঞ্চে শুধু রিপোর্ট জমা পড়ছে । আদালত কার্যকরী পদক্ষেপ দেখতে চায় ।" এদিন আদালতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ও কলকাতা পুরনিগমের কমিশনারের উপস্থিতিতে বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, এখন থেকে প্রতি মাসে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে সে বিষয়ে আদালতকে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে । বিচারপতি অমৃতা সিনহা আগামী ১৪ অগস্ট ফের মামলাটি শুনানির জন্য রেখেছেন এজলাসে । পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে গড়ে ওঠা সমস্ত বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করা, ভাঙার ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্ট এর আগে বার বার নির্দেশ দিয়েছে । তবে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ ব্যাপারে পুরনিগম এবং রাজ্য প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয় । এদিকে পুরনিগম এবং রাজ্য প্রশাসনের বক্তব্য, পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে পদক্ষেপ করতে গেলেই পদে পদে তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে । হাজার খানেক মামলার কারণে



কার্যকরী পদক্ষেপ করতে গেলেই তারা বাধা পাচ্ছে । যদিও এ ব্যাপারে আর সহ্য করা হবে না । পূর্ব কলকাতা জলাভূমিকে বেআইনি দখলদার থেকে মুক্ত করা হবে বলে এদিন আদালতে আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন । উল্লেখ্য, এর আগে বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে সমস্ত ফ্ল্যাট বা বাড়ির বিরুদ্ধে বেআইনি জমি দখল করে গড়ে ওঠার অভিযোগ রয়েছে তাদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে । কারণ বহু সাধারণ ব্যক্তি যাঁরা এই সমস্ত ফ্ল্যাট কিনছেন, তাঁরা যে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির উপরে নির্মাণ গড়ে উঠেছে

জানেনই না । তাঁরা অজান্তে এই ফাঁদের মধ্যে পড়ছেন এবং জীবনের সমস্ত সঞ্চয় এইভাবে তাঁরা খোয়াতে বসেছেন । পাশাপাশি এর আগে আদালতের কাছেই তথ্য দেওয়া হয়েছে পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে ৫০০-র বেশি বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত হয়েছে । সেই সমস্ত বেআইনি নির্মাণের কোথাও একটা দেওয়াল, কোথাও একটা বারান্দা পুরনিগম ভেঙেছে । বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেছিলেন, "দ্রুত পদক্ষেপ করুন । দ্রুত সমস্ত বহুতল ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন । এত ধীর গতিতে কাজ করলে হবে না ।"

## শ্রীপুর গুঞ্জন পার্কে সবুজায়নের বার্তা দিতে পালিত হল অরণ্য সপ্তাহ

**সুপ্রভাত বাংলাঃ কাজল মিত্র** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল এক সপ্তাহব্যাপী 'অরণ্য সপ্তাহ' কর্মসূচি । এই উপলক্ষে আসানসোলার শ্রীপুর গুঞ্জন পার্কে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ রক্ষা ও সবুজায়নের বার্তা তুলে ধরা হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক এস. পোলাবলাম, আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার, জামুড়িয়ার বিধায়ক বিজন মুখার্জি, অতিরিক্ত জেলা শাসক, বন দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক এবং প্রশাসনের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব । অনুষ্ঠান থেকে সকলের উদ্দেশ্যে আবেদন জানানো হয়, শুধু চারাগাছ রোপণ করলেই হবে না, তার যথাযথ পরিচর্যাও করতে হবে । পরিবেশকে সবুজ ও বাসযোগ্য রাখতে সকলকে এই উদ্যোগে शामिल হওয়ার আহ্বান জানানো হয় । 'একটি গাছ, একটি প্রাণ—সবুজ হোক বাংলার প্রতিটি প্রান্ত'—এই বার্তাকেই সামনে রেখে শুরু হল এবারের অরণ্য সপ্তাহ ।

## স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজনবিধায়ক অরিজিৎ রায়

সুপ্রভাত বাংলাঃ কাজল মিত্র আষাঢ় মাসের অমাবস্যার শুভ মুহূর্তে সিমলুড়ির বড় কালী মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মন্দির সোসাইটির পক্ষ থেকে একদিনব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় । ধর্মীয় বিশ্বাস ও সমাজসেবার এক অদ্ভুত সঙ্গম এই অনুষ্ঠানে ভক্ত, সমাজকর্মী ও রক্তদাতারা অংশ নেন । সকাল থেকে, মন্দির চত্বরে ভক্তদের ভিড় ছিল এবং প্রতিটি অমাবস্যার মতো, মা কালীর বিশেষ পূজা আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল । পূজার পরে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে, প্রায় ৩০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন এবং মানুষের জীবন বাঁচানোর এই মহৎ প্রচারে অংশ নেন । রক্তদাতাদের উৎসাহ অনুষ্ঠানটিকে সেবা ও নিষ্ঠার এক রূপ দিয়েছে । এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারাবানির বিধায়ক অরিজিৎ রায় । তিনি প্রথমে দেবী কালীর চরণে মাথা নত করে প্রার্থনা করেন । এরপর শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির সোসাইটির পক্ষ থেকে তাকে ফুলের তোড়া ও অঙ্গবস্ত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয় । বিধায়ক রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের সাথে দেখা করেন, তাদের উৎসাহিত করেন এবং তাদের প্রশংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করেন । বিধায়ক অরিজিৎ রায় তাঁর বক্তব্য বলেন, রক্তদান কেবল একটি সামাজিক বাধ্যবাধকতা নয়, অপরিচিত ব্যক্তিকে নতুন জীবন দেওয়ার একটি উপায় । তিনি বলেন, হাসপাতাল এবং ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে সময়ে সময়ে রক্তের প্রয়োজন হয় । তাই স্বেচ্ছায় রক্তদান সমাজের জন্য অমূল্য অবদান । তিনি এই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে এই ধরনের নিয়মিত শিবির দরিদ্র রোগীদের জীবন রক্ষাকারী হিসাবে প্রমাণিত হয় । একইসঙ্গে, তিনি যুব সম্প্রদায়কে এগিয়ে এসে রক্তদান করার এবং অন্যদেরও রক্তদানে অনুপ্রাণিত করার আহ্বান জানান । এই শিবিরের সফল আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সহ-সভাপতি রুমিল দাস, ডঃ এ চক্রবর্তী, ডঃ টি চক্রবর্তী, বিজেপি নেতা শঙ্কর তিওয়ারি, অভিষেক সিং, নিরঞ্জন তিওয়ারি সহ বিপুল সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ ।

## শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে ১৬ জুলাই শুরু ইসকন কলকাতার ৫৫তম রথযাত্রা

**সুপ্রভাত বাংলাঃ নিতাই মালাকারঃ** বিশ্বশান্তি, সম্প্রীতি ও মানবকল্যাণের বার্তা নিয়ে আগামী ১৬ জুলাই ইসকন কলকাতার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৫৫তম কলকাতা রথযাত্রা । এবারের রথযাত্রার মূল প্রতিপাদ্য 'ভারতের ভূমি—মন্দির সংস্কৃতির ঐতিহ্য' । আয়োজকদের দাবি, ধর্ম-বর্ণ-ভাষার বিভেদ ভুলে মানবতার বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করাই এই উৎসবের প্রধান লক্ষ্য । পলককাতা রথযাত্রা (২০২৫)১৬ জুলাই দুপুর ১২টায় আলবার্ট রোডে ইসকন কলকাতা মন্দির থেকে রথযাত্রার সূচনা হবে । রথটি হান্সারফোর্ড স্ট্রিট, এ.জে.সি. বোস রোড, হাজরা, এস.পি. মুখার্জি রোড, এক্সাইড, জওহরলাল নেহরু রোড হয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছাবে । আগামী ২৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে উল্টো রথ বা বাহুড়া যাত্রা । এবারের রথযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ ঐতিহ্য ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে নির্মিত তিনটি রথ । ভগবান জগন্নাথের ৩৮ ফুট উচ্চতার রথে রয়েছে ভাঁজ করা যায় এমন ছাউনি এবং গত বছর সংযোজিত সুখোই-৩০ যুদ্ধবিমানের শক্তিশালী চাকা যুদ্ধের প্রতীককে শান্তির সেবায় উৎসর্গ করার বার্তাই এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে । রথযাত্রা উপলক্ষে ১৭ থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে সাতদিনব্যাপী জগন্নাথ মহামেলা । সেখানে তিরুপতির শ্রী বালাজি মন্দিরের আদলে নির্মিত গুণ্ডা মন্দিরের প্রতিরূপ, প্রতিদিন মহাপ্রসাদ বিতরণ, হরিনাম সংকীর্তন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভক্তিমূলক নাট্যাভিনয় এবং বিশিষ্ট শিল্পীদের পরিবেশনা থাকবে । ইসকন কলকাতার দাবি, বর্তমানে বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি দেশে ৪,০০০-এর বেশি স্থানে রথযাত্রা পালিত হয় । পুরীর পর কলকাতার রথযাত্রাই দেশের অন্যতম বৃহৎ, যেখানে প্রতিবছর প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় । এবারের উৎসবেও দেশ-বিদেশের অসংখ্য ভক্ত ও দর্শনার্থীর উপস্থিতি প্রত্যাশা করা হচ্ছে । বর্তমান অস্থির বিশ্বপরিস্থিতিতে ভগবান জগন্নাথের রথযাত্রা মানুষের হৃদয়ে শান্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রেম ও সহমর্মিতার বার্তা পৌঁছে দেবে এবং সমাজে সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ।



## খেলার খবর

## রাজধানীতে হ্যালান্ড'দের বরণ করলেন লক্ষ অনুরাগী



**সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ**

বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো ফলাফল করে দেশে ফিরতে নায়কের সম্মান পেলেন নরওয়ের ফুটবলাররা । প্রায় এক লক্ষ অনুরাগী সোমবার রাজধানী ওসলো'র রাস্তায় বরণ করে নিলেন আর্লিং স্ম্যালান্ড, মার্টিন ওডেগার্ড'দের । ২৪ বছর পর বিশ্বকাপের মূলপর্বে এবার জায়গা করে নিয়েছিল নিশীথ সূর্যের দেশ । তবে নিছক অংশগ্রহণ নয়, ফুটবলের মহামঞ্চে প্রণয়বর্তনের বিষয়টিকে নরওয়ে দেখেছিল প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মঞ্চে হিসেবে । বলতে দ্বিধা শেষ আটে পৌঁছে বিশ্বের ফুটবল অনুরাগীদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে নরওয়ে । আর বিশ্বকাপে ইউরোপের দেশটির এই নজরকাড়া ফুটবলের নেপথ্যে যাঁর নাম না-করলেই নয়, তিনি আর্লিং স্ম্যালান্ড । পাঁচ স্ম্যাচ খেলে বিশ্বকাপের যাঁর নামের পাশে যোগ হয়েছে সাতটি গোল । একসময় লিয়োনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে'দের সঙ্গে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে ছিলেন তিনি । উল্লেখযোগ্যভাবে, শেষ ম্যাচের স্ম্যাচে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিল নরওয়ে । মাঠে হ্যালান্ড'দের লড়াই কেবল নয়, গ্যালারিতে নরওয়ে অনুরাগীদের 'ভাইকিং-রো' সেলিব্রেশনও 'টক অব দ্য টাউন' হয়ে উঠেছিল । লাল-সমুদ্রে ভেসে গিয়েছিল মিয়ামি'র বিখ্যাত ওসিয়ান ড্রাইভ । আবেগের এই মহাবিচ্ছুরণ জারি রইল জাতীয় দল কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়ে দেশে ফেরার পরেও । বিশ্বকাপ খেলা নায়কদের বরণ করে নিতে ওসলোর রাস্তায় জমায়েত করেছিলেন এক লক্ষেরও বেশি অনুরাগী । নরওয়ে বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে দেশের মাটিতে অবতরণ করেন স্ম্যালান্ড'রা । হুডখোলা বাসে চড়ে অনুরাগীদের ভিড়ে শহর পরিক্রমা করেন ফুটবলাররা । এরপর নরওয়ের ক্রাউন প্রিন্স হাকোনের নেতৃত্বে বিস্মািত 'ভাইকিং-রো' সেলিব্রেট করেন অনুরাগী ও ফুটবলাররা । সবমিলিয়ে বিশ্বকাপ না-জিতে ফিরতে পারলেও দেশের মানুষ বিশ্বকাপ জয়ীদের মতোই বরণ করে নিলেন নরওয়ে ফুটবলারদের । ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ১-৪ গোলে হারলেও প্রথম দুই ম্যাচে ইরাক ও সেনেগাল'কে হারিয়ে নকআউট নিশ্চিত করে ফেলেছিল নিশীথ সূর্যের দেশ । এরপর রাউন্ড অব-৩২ ও শেষ ম্যাচে যথাক্রমে আইভরি কোস্ট ও ব্রাজিলকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিল নরওয়ে ।

## প্রথম ওডিআই খেললেন গুজরাত পেসার



ইংরেজ অধিনায়ক হ্যারি ব্রেক'কে সাজঘরে ফিরিয়ে ওডিআই ক্রিকেটে দেড়শো উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন বুমরা । দেশের ষষ্ঠদশ বোলার হিসেবে ওডিআই ক্রিকেটে ১৫০টি উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব তিনি অর্জন করলেন বটে, তবে নজিরটা সেখানে নয় । বুমরা এদিন বিশ্বের তৃতীয় বোলার হিসেবে ১৫০ ওডিআই উইকেট, ২০০টি টেস্ট উইকেট এবং টি-২০'তে ১০০ উইকেট সংগ্রহ করার তালিকায় নাম জুড়লেন ।